দৈনিক ইত্তেফাক

16 MAR 2017

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) : নবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সেন্ট থেকলাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন —ইত্তেফাক

শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

নবাবগঞ্জ উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নের গোল্লায় শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের। ১৯১৪ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে ১০৩ বছর যাবৎ শিক্ষার আলো জ্বালাচ্ছে মিশনারী এই বিদ্যালয়টি।

বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয় হওয়ায় এর নিয়ম-কানুনও কঠোর। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও সুনাম অর্জন করেছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

১৯১৪ সালের জুন মাসে মিশনের রানী (Religious of Notre Dame Missions- RNDM) সন্ন্যাস সংঘের সিস্টার জেভিয়ার ও সিস্টার আইরিন নামে দু'জন সিস্টারের আগমন ঘটে গোল্লা ধর্মপল্লীতে। তারা গির্জা প্রাঙ্গণে গোল্লা ধর্মপল্লার ছোট ছেলে-মেয়েদের ধর্ম ও সাধারণ শিক্ষা দান শুরু করেন। তৎকালীন বিশপ ফ্রান্সিস ফ্রেডেরিক লিনেবর্ণ সিএসসি স্থানীয় পাল-পুরোহিত ও খ্রিস্ট ভক্তদের সহায়তায় গির্জার পাশেই সিস্টারদের জন্য তৈরি করা হয় সেন্ট থেক্‌লাস কনভেন্ট। ছাত্রী সংখ্যা বাড়লে মেয়েদের জন্য স্থাপন করা হয় নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। কনভেন্টের নামানুসারে বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় সেন্ট থেক্‌লাস নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। তখন সেখানে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। এভাবেই গোল্লা তথা এ অঞ্চলে নারী শিক্ষার বীজ বপন করা হয়। অল্পদিনেই বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর হয়ে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের ইংরেজি শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। কালক্রমে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠানটি জুনিয়র বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এর জন্য কনভেন্টের পূর্ব দিকে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। তখন ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সিস্টার মেরি এলজিয়া নবম শ্রেণি খোলেন। ফলে গোল্লা ধর্মপল্লীতে প্রথম ছাত্রীদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। সিস্টার মেরি এলজিয়া ১৯৩৭ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত টানা ৩০ বছর অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ওই বছরই সিস্টার মেরি এলজিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি কনভেন্টে বদলি হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হন সিস্টার মেরি মড্ রিবেরু। মাত্র এক বছর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালনকালেই তিনি নবম শ্রেণির জন্য সরকারের অনুমোদন লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য সিস্টার মেরি মড্ রিবেরু ম্যানিলা চলে গেলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন সিস্টার মেরি ম্যাগ্‌ডালিন ফ্রান্সিস। ১৯৬৯ সালে মাত্র ছয়জন ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং সবাই কৃতকার্য হন। ১৯৭২ সালে সিস্টার মেরি এলজিয়া পুনরায় এ বিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সিস্টার মেরি শিশিলিয়া ফ্রান্সিস(১৯৭৯-৮১) সিস্টার মেরি এনানসিয়েশন (১৯৮১-৮২), মিস মেবেল রড্রিক(১৯৮৩-৮৭) এবং সিস্টার মেরি তেরেজা ডি'রোজারিও(১৯৮৭-৯৪) সাল পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর থেকেই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে শ্রেণিকক্ষের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। তখন পুরোহিত ভবনে, গির্জার বারান্দা ও খোলা আকাশের নিচে এবং গাছ তলায় পাঠদান করা হতো। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এভাবেই বিদ্যালয়ের পাঠদানের কার্যক্রম চলে। অবশেষে সার্বিক অসুবিধার কথা চিন্তা করে বড় গোল্লা ফকিরবাড়ির স্বর্গীয় যোসেফ হিরু গমেজের পরিবার ১.৫০ একর জমি সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য দান করে। তখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরি তেরেজা ডি'রোজারিও, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, ম্যানিজিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও পাল-পুরোহিত ফাদার ইগ্নেসিউস কমল ডি'কস্তারসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৬ কক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ভবনটি নির্মিত হয়।

১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয়। এর উদ্বোধন করেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও। এখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন বিচক্ষণ, কর্মঠ ও বিদ্যানুরাগী সিস্টার মার্সিয়া গমেজ। যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করছেন। সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি এ অঞ্চলের নারীদের সর্বপ্রথম নারী উচ্চ বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ের মোট জমি ১.৫০ একর হলেও এর মূল ভবনটি ৩৭ শতাংশের উপর নির্মিত। বর্তমান ৩৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য নিয়োজিত আছেন ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। নাইট গার্ডসহ কর্মচারী রয়েছে তিনজন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মার্সিয়া গমেজ বলেন, বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন অত্যন্ত কঠোর। প্রতিষ্ঠানে যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন তারা সবাই দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ান। পড়াশুনার ব্যাপারে আমরা যত্নশীল। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্রী-অভিভাবক ও এলাকার সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি এত বছর ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের কাছে আকুল আবেদন উপজেলার এই একমাত্র শত বছরের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টির ভবন সংকট, বিজ্ঞানাগার, হলরুম, খেলার পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা, যাতায়াতের জন্য সুব্যবস্থা না থাকাসহ নানা ধরনের সমস্যা সমাধান করবে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও গোল্লা গির্জার ফাদার স্টানলি কস্তা বলেন, বিদ্যালয়টি উপজেলার প্রথম শত বছরের বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু বিদ্যালয়টির সমস্যার অন্ত নেই। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

শতবর্ষ পেরিয়ে যে বিদ্যাপীঠ | সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

১৯১৪ সালের জুন মাসে মিশনের রানী (Religious of Notre Dame Missions- RNDM) সন্ন্যাস সংঘের সিস্টার জেভিয়ার ও সিস্টার আইরিন নামে দু'জন সিস্টারের আগমন ঘটে গোল্লা ধর্মপল্লীতে। তারা গির্জা প্রাঙ্গণে গোল্লা ধর্মপল্লার ছোট ছেলে-মেয়েদের ধর্ম ও সাধারণ শিক্ষা দান শুরু করেন